POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর ,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 49

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 ডিসেম্বর, 2022 13 জামাদিউল আওয়াল সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

শস্যক্ষেত ও গাছ থেকে পশুপাখিরা খেলে তা থেকে পুণ্য লাভ হয়।

২৩২০) হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুল করীম (সা.) বলেছেন: যে মুসলমান কোনও চারাবৃক্ষ রোপন করে বা চাষাবাদ করে আর তার থেকে কিছু অংশ পশুপাখি ও মানুষ খেয়ে নেয় (ক্ষেত ও গাছ) সেটি তার জন্য পুণ্যের কারণ হবে।

পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পোষার অনুমতি

২৩২২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন: যে কুকুর পোষে তার পুণ্যকর্ম থেকে প্রতিদিন এক 'কিরাত' পরিমাণ' হ্রাস পেতে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম সেই কুকুর যা শস্যক্ষেত বা পশুদের পাহারা দেওয়ার জন্য পোষা হয়।

২৩২৩) রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ' যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যার থেকে শস্যক্ষেতে কোনও উপকার পাওয়া যায় না আর সে ছাগলের পালও পাহারা দেয় না, তার পুণ্যকর্ম থেকে প্রতিদিন এক কিরাত হারে হ্রাস পেতে থাকবে।'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল হারস ওয়াল মুনযারাহ)

বান্দাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলার অধিকার একমাত্র খোদা তা'লারই আছে আর তাঁর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।

আপাদ-মস্তক জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকা মানুষকে পরকাল থেকে বঞ্চিত রাখে। নিজের দুঃখ-দুর্দশার জন্য এমনভাবে বিলাপ করা একজন মোমেনের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদা তা'লা এবং বান্দার মধ্যে সম্পর্ক

একদিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বললেন-'দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব তখনই টিকতে পারে যখন তারা একে অপরের কথা শোনে। যদি একজন সব সময় নিজের কথা অপরজনের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়, তবে সেক্ষেত্রে সম্পর্কে ফাটল ধরে। অনুরূপ পরিস্থিতি খোদা এবং বান্দার সম্পর্কের মধ্যে হয়ে থাকে। কখনও আল্লাহ তা'লা তার কথা শোনেন,তার জন্য কৃপার দ্বার খুলে দেন আবার অপরদিকে বান্দাও খোদা তা'লার নির্ধারিত নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুত বান্দাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলার অধিকার একমাত্র খোদা তা'লারই আছে আর তাঁর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণই বয়ে আনে। পরীক্ষার পর যারা খাঁটি হিসেবে উত্তীর্ণ হয়, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে স্বীয় কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেন- প্রকৃতির বিধান এভাবেই ক্রীয়াশীল থাকে।

জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকা মানুষকে পরকাল থেকে বঞ্চিত রাখে।

এক যুবক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের জাগতিক বিপদাপদ এবং দুঃখ কষ্টের কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে বুঝিয়ে বললেন: "আপাদ-মস্তক জাগতিকতায় নিমজ্জিত থাকা মানুষকে পরকাল থেকে বঞ্চিত রাখে। নিজের দুঃখ-দুর্দশার জন্য এমনভাবে বিলাপ করা একজন মোমেনের জন্য মোটেই শোভনীয় নয়। " অবশেষে সেই যুবক উচ্চস্বরে বিলাপ শুরু করল। যা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভীষণ রুষ্ট হলেন এবং তার এই আচরণকে অপছন্দ করলেন। তিনি বললেন: অনেক হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এমন বিলাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আমার মতে, জাগতিক দুঃখ-কষ্টের কারণে ফেলা চোখের জল হল সেই আগুন যা অশ্রুবিসর্জনকারীকেই পুড়িয়ে ফেলে। জগতের আবর্জনার জন্য লালায়িত এমন ব্যক্তিকে বিলাপ করতে দেখে আমার হৃদয় নিরুত্তাপ হয়ে যায়।

খোদার উপর নির্ভর করার আদর্শ প্রকৃতি

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মজলিসে একদিন খোদার উপর নির্ভর করার প্রসঙ্গ উঠে আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আমার মনের মধ্যে এক বিচিত্র অবস্থা লক্ষ্য করেছি। যেভাবে, বায়ুর আদ্রতা আর তাপমাত্রা যখন চরমে পৌঁছে যায়, তখন মানুষ নিশ্চিতভাবে ধরে নেয় যে এখন বৃষ্টি হবে। অনুরূপভাবে আমি যখন নিজের সিন্দুক খালি দেখি, তখন খোদার কৃপার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে এখন এটি ভরে যাবে আর এমনটিই হয়ে থাকে।" খোদা তা'লার নামে শপথ করে তিনি বলেন:

যখন আমার টাকার থলিটি খালি দেখি, তখন খোদার উপর নির্ভর করার মাঝে আমি যে অনাবিল আনন্দ ও সুখ অনুভব করি তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সেই অবস্থা আমাকে থলে ভর্তি টাকা থাকার অবস্থার তুলনায় বেশি আনন্দ ও সুখানুভব এনে দেয়।

তিনি বলেন, আমার পিতা ও ভাই যে সময় মামলা মোকদ্দমার কারণে বিভিন্ন প্রকারের বিপদ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন, তখন তারা প্রায় আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিপাত করে বলতেন,'এ বড়ই সৌভাগ্যবান! দুঃখ এর কাছে ঘেষে না।'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২০)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ওয়াকফে নও আতফালদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস।

প্রশ্ন: ইয়েমেনের এক বন্ধু তার স্ত্রীকে দেওয়া তিন তালাকের বিষয়ে হুযুরের নিকট দিক-নির্দেশনা চেয়ে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার ২৩ শে আগস্ট ২০২১ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

যখন কোনও ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন সে স্ত্রীর কোনও অসহনীয় কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এমন পদক্ষেপ নেয়। স্ত্রীর প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট থেকে কোন স্বামী তালাক দেয় না। অতএব, এমন ক্রোধান্বিত অবস্থায় দেওয়া তালাকও সমানভাবে ক্রিয়ান্বিত হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি পরিণতির কথা না ভেবে ক্রোধের উন্মাদনায় তালাক দেওয়ার পর যখন ক্রোধ প্রশমিত হয় তখন সে অনুতপ্ত হয় আর নিজের ভুল বুঝতে পারে, এমন পরিস্থিতির জন্য কুরআন করীমে বলা হয়েছে

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তোমাদিগকে বৃথা শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহর জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছ।এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু। (সূরা বাকারা: ২২৬)

আমার বয়ান শুনে মনে হচ্ছে আপতদৃষ্টিতে আপনি বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে তিনটি তালাক দিয়ে ফেলেছেন। আর কুরআন করীম একজন মুসলমানকে যে তিন তালাক দেওয়ার অধিকার প্রদান করেছে, সেই অধিকার আপনি প্রগে করে ফেলেছেন। অতএব, এখন স্ত্রীর কাছে ফিরে যাওয়ার আপনার অধিকার নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত 'হাত্তা তানকেহা যাওজা গায়রাহা'-র শর্ত পূর্ণ হয়।

যাইহোক, এই বিষয়গুলির আলোকে আপনি নিজেই যাচাই করে নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন যে আপনার তালাক সত্যিকারের তালাক ছিল নাকি তা অযৌক্তিক তালাকের পর্যায়ভুক্ত।

প্রশ্ন: ডেনমার্ক থেকে একজন মুবাল্লিগ হুযুর আনোয়ারের নিকট চিঠিতে লেখেন, রমযানুল মুবারকের শেষ দশটি রোযা এবং জুল হজ্জার প্রথম দশ দিনের মধ্যে কোন দিনগুলি বেশি আশিসমণ্ডিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ -এর ২৫ শে আগস্ট তারিখে লেখা চিঠিতে বলেন-

কুরআন করীম ও হাদীসে এই দুটি মাসের আশিসমণ্ডিত হওয়ার বিষয়ে কোনও তুলনামুলক বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং দুটি মাস এবং মাসদুটিতে হওয়া ইবাদতের আধিক্যের ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাধারণভাবে এই ফযিলতের কথা বলা হয়েছে আবার অনেক সময় আঁহযরত (সা.) এর নিকট প্রশ্নকর্তার অবস্থার নিরিখে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থান-পাত্র-কাল ভেদেও বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এই ফজিলতের ভিত্তিতে কিছু দিক থেকে রমযানুল মুবারকের শেষ দশটি দিন এবং এর ইবাদত এই দিনগুলিতে নাযেল হওয়া আদেশবলী বাহ্যত বেশি শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয় আর কিছু দিক থেকে যুল হাজ্জার প্রথম দশটি দিন এবং এর ইবাদতসমূহ বাহ্যত বেশি শ্রেয় বলে গণ্য হয়। হুযুর (সা.) একবার বলেন- "সমস্ত মাসের নেতা হল রমযান মাস আর পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সথ্যে মর্যাদাপূর্ণ মাস হল যুল হজ্জার মাস।

*একটি প্রশ্নের উত্তরে আনোয়ার (আই.) বলেন: এমন হয়ে থাকে। হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলেও বিপথে চলে যায়। হযরত নূহ ঝড় আরম্ভ হওয়ার পর খোদা তা'লার কাছে অনুনয় করেন যে, তিনি তার পরিবারকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোদা তা'লা বলেন, সে অবাধ্য ছিল, এই কারণে সে ডুবেছে। এমন মানুষ তোমার পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। প্রত্যেকে বিষয়ে প্রত্যাশা থাকে। বর্তমানে গবেষণা করা হয় আর বলা হয় যে আশাব্যঞ্জক ফল এসেছে। এটি একশ শতাংশ সফলতা আসে না। একে একে দুইয়ের মত এটি কোন গণিত সমাধান করা নয়। সাধারণতা পুণ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানেরা ভালই থাকে, কিন্ত অনেক সময় ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা দানকারী যদি ভাল থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত সঠিক থাকে- অনেক সময় আবার এমনও হয় যে, মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ উত্তম মানের হয়ে থাকে, মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে; কিন্তু বাড়িতে তাদের আচার আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করে। কেবল একটি পুণ্য করলে, কিম্বা কেবল নামায পড়লেই সব কিছু ঠিক হয় না। সমস্ত পুণ্য একত্রিত হলে তবেই তাকে তাকওয়া বলে। এই তাকওয়ার মানের পরিণামে শিক্ষা-দীক্ষাও ভাল হবে, তাদের সন্তান-সন্ততিও ভাল হবে। হযরত নূহ (আ.) পুণ্যকর্ম করেছিলেন; কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম কাজ করে।

প্রশ্ন: প্রশ্ন: এক আরব মহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.) কে লেখেন যে, নিকাহর অব্যবহিত পরে স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে উক্ত মহিলার কি কোন 'ইদ্দত' রয়েছে? তিনি আরও প্রশ্ন করেন যে, এক্ষেত্রে সেই মহিলাটি কি তার পূর্বের স্বামীর সঙ্গে নিকাহ করতে পারে যার সঙ্গে তালাকে বাত্তা হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ২০ শে জুলাইয়ের চিঠিতে লেখেন- নিকাহর পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক - স্থাপনের পূর্বে হওয়া তালাকের ক্ষেত্রে কোনও ইদ্দত নেই। যেমনটি কুরআন করীমের এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا (سورة الاحزاب:50)

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, এমতাবস্থায় সেই মহিলা তালাকে বাত্তা হয়ে যাওয়া পূর্বের স্বামীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, কেননা তালাকে বাত্তা হওয়ার পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক। এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,স্বামীর সঙ্গে তালাকে বাত্তা হয়ে যাওয়া এক মহিলা অপর এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে। বিয়ের পর হুযুর (সা.)-এর কাছে সেই মহিলা তার দ্বিতীয় স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ নিয়ে আসে যে সে সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম। তার কথা শুনে হুযুর (সা.) বললেন, তুমি হয়তো নিজের প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইছ। কিন্তু তা হতে পারে না, যতক্ষণ তোমার এই দ্বিতীয় স্বামী তোমার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন না করে।

(বুখারী, কিতাবুত তালাক, বাব আজাযাত তালাক আস সালাস)

এমন পরিস্থিতিতে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে, তালাকে বাত্তার পর কোন মহিলা যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে তাকে তালাক দিয়ে যাতে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া যায় অথবা পুরুষ সেই মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দিবে যাতে সেই মহিলাটি তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে, তবে এই ধরণের পরিকল্পনাকে শরিয়তে নিন্দা করা হয়েছে। যারা এই ধরণের বিয়ে করে এবং করায়, এমন নারী ও পুরুষদের প্রতি হুযুর (সা.) অভিসম্পাত করেছেন।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ, বাব মুহিল্লি ওয়াল মুহাল্লালি লাহু)

প্রশ্ন: হযরত সাওবান (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , 'রসুল করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের এক ধনভাণ্ডারের কারণে তিন ব্যক্তি যুদ্ধ করবে (এবং নিহত হবে) তিন খলীফার (প্রশাসকের) পুত্ররা থাকবেন, কিন্তু সেই ধনভাণ্ডার তাদের মধ্য থেকে কেউই পাবে না। অতঃপর পূর্বের দিকে শুভ্র ধ্বজা উদিত হবে। তারা তোমাদেরকে এমন হত্যা করবে যা হবে অভূতপূর্ব ঘটনা। এরপর তিনি আরও কিছু কথা বলেছিলেন যা আমার স্মরণ নেই। অতঃপর তিনি বলেন, যখন তোমরা তাঁকে (মাহদীকে) দেখবে, তোমরা তখন তাঁর বয়আত করো, বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও। কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী।' উক্ত হাদীসের একাংশের ব্যাখ্যা করার পর ভদ্রলোক এ সম্পর্কে হুযুরের মতামত জানতে চেয়েছেন এবং হাদীসের বিশদ ব্যাখ্যা চেয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ৩০ শে মে এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

আপনি হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'আল জারায়েয যুখখার' থেকে। অপরদিকে এটি সিহাহ সিত্তা-র সুনান ইবনে মাজার কিতাবুল ফিতন-খুরুজুল মাহদী অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত ধনভাণ্ডার এবং খলীফা পুত্রদের সম্পর্কে আপনার ব্যাখ্যাটি রূপক অর্থে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

নিশ্চয় আবু বকরই সব মানুষের মধ্যে স্বীয় সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি পুণ্য করেছেন। যদি আমি আমার উম্মতের কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই (বন্ধু হিসেবে) গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক ও ভালোবাসাটাই বড়। আবু বকরের দরজা ব্যতিরেকে মসজিদের সকল দরজা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। *(সহীহ বুখারী)*

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আরবদের বংশানুক্রমের জ্ঞান রাখতেন।

মক্কাবাসীর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বংশানুক্রম বিশারদ হওয়ার পাশাপাশি আইয়্যামে আরব অর্থাৎ আরবদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বিষয়ক অনেক বড় পণ্ডিতও ছিলেন।

হযরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা যা সূচনাতেও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং সমাপ্তিতেও; যেন আবু বকরের সত্তা দু'টি প্রজ্ঞার সমাহার ছিল। *[হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]*

বিরোধিরাও হযরত আবু বাকারের পুণ্য ও উন্নত চরিত্রের গুণগ্রাহী ছিল।
ইবনে কাহাফার উচিত লোকেদের নামায পড়ানো।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১১ নভেম্বর, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (১১ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। তাঁর জীবনচরিতের কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছিল। এ সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত আছে তাতে এটিও রয়েছে যে, তিনি বংশানুক্রমের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং কাব্যানুরাগীও ছিলেন। লেখা আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আরবদের বংশানুক্রমের জ্ঞান রাখতেন।

জুবায়ের বিন মুত'ইম, যিনি এ বিদ্যায় অর্থাৎ বংশতত্ত্ব বিদ্যায় পরম দক্ষতা রাখতেন, তিনি বলেন, আমি বংশানুক্রমের জ্ঞান হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে শিখেছি, কেননা কুরাইশদের মধ্য হতে বিশেষ করে হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশদের বংশবৃক্ষে যেসব ভালোমন্দ ছিল সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু তিনি তাদের মন্দ বিষয়াবলীর উল্লেখ করতেন না; একারণে তিনি হযরত আকীল বিন আবু তালিব-এর তুলনায় তাদের কাছে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র পরে হযরত আকীল কুরাইশ বংশের বংশানুক্রম, তাদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন। কিন্তু হযরত আকীল কুরাইশের কাছে অপছন্দীয় ছিলেন, কেননা তিনি কুরাইশদের মন্দ বিষয়গুলোও তুলে ধরতেন। হযরত আকীল মসজিদে নববীতে বংশপরিচয় এবং আরবদের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে বসতেন।

মক্কাবাসীর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.) তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। অতএব, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলেই তারা তাঁর কাছে সাহায্য চাইতো।

আসসীরাতুল হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র আরব বংশানুক্রম বিশেষভাবে কুরাইশ বংশানুক্রমের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি ছিল। কুরাইশের কবিরা যখন মহানবী (সা.)-কে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখে তখন হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)'র ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, তিনি যেন কবিতাতেই তাদের ব্যঙ্গের উত্তর দেন। হযরত হাসসান যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কুরাইশদের দোষত্রুটি কীভাবে তুলে ধরবে যেখানে আমি নিজেও কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত? তখন হযরত হাসসান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনাকে এদের মধ্য থেকে সেভাবে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল কিংবা মাখনের মধ্য থেকে চুল বের করে নেওয়া হয়। এরপর মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি হযরত আবু বকরের কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে কুরাইশদের বংশধারা জেনে নিও। হযরত হাসসান বলতেন, এরপর থেকে আমি কবিতা লেখার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.)'র সমীপে উপস্থিত হতাম এবং তিনি আমাকে কুরাইশদের পুরুষ ও মহিলাদের সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেন। অতএব, হযরত হাসসান (রা.)'র কবিতা যখন মক্কায় পৌঁছত তখন মক্কাবাসী বলতো, এসব কবিতার পেছনে (অবশ্যই) আবু বকরের নির্দেশনা ও পরামর্শ রয়েছে।

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- উস্তাত উমর আবুন নাসার, পৃ: ৮১৭-৮১৮)

হযরত আবু বকর (রা.) বংশানুক্রম বিশারদ হওয়ার পাশাপাশি আইয়্যামে আরব অর্থাৎ আরবদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বিষয়ক অনেক বড় পণ্ডিতও ছিলেন।

একইভাবে হযরত আবু বকর (রা.) যথারীতি কবি না হলেও কবিতার উন্নত রুচিবোধ রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা.)'রজীবনীকারগণ এই বিতর্কের অবতারণা করেছেন যে, তিনি রীতিমতো কবিতা রচনা করেছেন কিনা? কোন কোন জীবনীকার অবশ্য তাঁর কবিতা রচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, কিন্তু কতক জীবনীকার হযরত আবু বকর (রা.)'র কিছু কবিতার কথা উল্লেখও করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.)'র

কবিতা অর্থাৎ পঁচিশটি কবিতা সম্বলিত একটি পুস্তিকা– যা তুরস্কের একটি গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে, সেখানে সংরক্ষিত আছে। বলা হয় যে, (এই) পঙক্তিগুলো হযরত আবু বকর (রা.)'র রচিত। এতে জনৈক লেখক এটিও লিখেছেন যে, ইলহামে আমার কাছে একথার সত্যায়ন করা হয়েছে যে, এই কবিতাগুলো হযরত আবু বকরের সাথে সম্পৃক্ত। তাবাকাত ইবনে সা'দ এবং সীরাত ইবনে হিশামও এটিই লিখেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে তাঁর দাফন-কার্য সম্পন্ন হবার পর হযরত আবু বকর (রা.) কবিতার এই পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয় যার অনুবাদ হলো, হে চোখ! তোমায় দো-জাহানের নেতা (সা.)-এর জন্য অশ্রুবিসর্জনের অধিকারের কসম! তুমি কাঁদতে থাকো এবং তোমার অশ্রুধারা যেন কখনো না থামে। হে চোখ! খিনদিফ [অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের] সর্বোত্তম সন্তানের জন্য অশ্রু প্রবাহিত কর, যাঁকে সন্ধ্যায় কবরে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব, তাঁর (সা.) প্রতি বাদশাহ্দেরও বাদশাহ্, বান্দাদের অধিপতি এবং ইবাদতকারীদের প্রতিপালকের দরূদ বর্ষিত হোক। প্রিয়তমের বিরহে এই জীবন অর্থহীন! দশজাহানের সৌন্দর্য বর্ধনকারী সত্তার বিচ্ছেদের পর এখন আবার কিসের সজ্জা! অতএব, আমরা সবাই যেভাবে পৃথিবীতে এক সাথে ছিলাম, হায়! মৃত্যুও যদি আমাদের সবাইকে একসাথে আলিঙ্গন করতো!

(সীরাত সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা- উস্তাত উমর আবুন নাসার, পৃ: ৮১৮-৮২২) এই হলো পঙক্তিগুলোর অনুবাদ।

তাঁর (রা.) বিচক্ষণতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, (তিনি) অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) এক বান্দাকে এই জগত অথবা আল্লাহ্ তা'লার নিকট যা আছে তা (গ্রহণের) অধিকার প্রদান করেছেন। তখন সে যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট আছে তা পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন আমি মনে মনে বলি,কোন কথা এই বুযুর্গকে কাঁদাচ্ছে? যদি আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর এক) বান্দাকে পৃথিবী অথবা যা তাঁর নিকট আছে তা পছন্দ করার সুযোগ প্রদান করেন, তাহলে সে যা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার নিকট আছে- তা পছন্দ করেছে। মহানবী (সা.)-ই সেই বান্দা ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। এরপর রেওয়ায়েতে এসেছে যে, তিনি (সা.) বলেন, আবু বকর! কেঁদো না।

নিশ্চয় আবু বকরই সব মানুষের মধ্যে স্বীয় সাহচর্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি পুণ্য করেছেন। যদি আমি আমার উম্মতের কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই (বন্ধু হিসেবে) গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক ও ভালোবাসাটাই বড়। আবু বকরের দরজা ব্যতিরেকে মসজিদের সকল দরজা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুস সলাত, হাদীস-৪৬৬)

(তার) বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে এই উদ্ধৃতি পুনরায় উপস্থাপন করেছি, পূর্বেও বলেছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দরজা সম্পর্কেও একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা পরে বর্ণনা করবো। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যখন মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি (সা.) একদিন বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হন এবং সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লার এক বান্দা রয়েছে। তাকে তার খোদা সম্বোধন করে বলেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমাকে অধিকার দিচ্ছি- তুমি চাইলে পৃথিবীতে থাকতে পারো, অথবা আমার কাছে ফিরেএসো। তখন সেই বান্দা খোদার নৈকট্যকে পছন্দ করেন। মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। [এখানে হযরত উমরের বরাতে কথা হচ্ছে;] হযরত উমর (রা.) বলেন, তাঁর এই কান্না দেখে আমার খুব রাগ হয় যে, মহানবী (সা.) তো কোন এক বান্দার কথা বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে অধিকার দিয়েছেন, যদি সে চায় তবে পৃথিবীতে থাকতে পারে, আর চাইলে খোদা তা'লার নিকট যেতে পারে; সে খোদা তা'লার নৈকট্যকে পছন্দ করেছে। (এতে) এই বৃদ্ধ কাঁদছে কেন? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে এত বেশি ফোঁপাচ্ছিলেন যে তা বন্ধই হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি (সা.) বলেন, আবু বকরের প্রতি আমার এতটা ভালোবাসা রয়েছে যে, খোদা ব্যতিরেকে অন্য কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো বৈধ হতো তাহলে আমি আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম। হযরত উমর বলেন, মহানবী (সা.) যখন কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আবু বকরের ক্রন্দন যথার্থ ছিল, আর আমাদের রাগ নির্বুদ্ধিতার লক্ষ্মণ ছিল। "

(উসওয়ায়ে হাসানা, আনোয়ারুল উলুম, খন্ড-১৭, পৃ: ১০২)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.), যিনি পবিত্র কুরআনের এমন জ্ঞান লাভ করেছিলেন যে, যখন মহানবী (সা.) আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي পাঠ করেন তখন হযরত আবু বকর কেঁদে ফেলেন। কেউ জিজ্ঞেস করে, এই বৃদ্ধ কেন কাঁদছে? তখন তিনি বলেন, আমি এই আয়াত দ্বারা, অর্থাৎ হযরত আবু বকর বলেন যে, আমি এই আয়াত থেকে খোদার নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর তিরোধানের আভাস পাচ্ছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীগণ (আ.) শাসকের ন্যায় হয়ে থাকেন। যেভাবে সেটেলমেন্ট কর্মচারী নিজের কাজ শেষ করার পর সেখান থেকে বিদায় নেয়, অনুরূপভাবে নবীগণ (আ.) যে কাজের জন্য পৃথিবীতে আসেন, তা সম্পন্ন করার পর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। অতএব যখন اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي এর ডাক আসে তখন হযরত আবু বকর বুঝে যান যে, এটি হলো অন্তিম ডাক। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকরের বোধবুদ্ধি অনেক উন্নত মানের ছিল। আর হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদমুখী সব জানালা বন্ধ করে দেওয়া হোক; [এই জানালার ব্যাখ্যাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদান করেছেন যে এর অর্থ কী;] তিনি বলেন, হাদীসে যে বর্ণিত হয়েছে, মসজিদমুখী সব জানালা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়, কিন্তু আবু বকরের জানালা মসজিদের দিকে খোলা থাকবে- এর রহস্য হলো, মসজিদ যেহেতু ঐশী রহস্যাবলীর প্রকাশস্থল হয়ে থাকে, তাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র প্রতি এই দ্বার বন্ধ হবে না।

ঐশী রহস্যাবলী, সুপ্ত বিষয়াবলী, আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে যে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে- সেগুলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র ক্ষেত্রে সর্বদা খোলা থাকবে আর পরবর্তীতেও উন্মোচিত হতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নবীগণ (আ.) উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকেন। যে ব্যক্তি বাহ্যিকতার পূজারী মোল্লাদের ন্যায় এই কথা বলে যে, বাহ্যিকতাই সব কিছু , সে মারাত্মক ভুল করে। উদাহরণস্বরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিজ পুত্রকে এই কথা বলা যে, এই চৌকাঠ পরিবর্তন কর, অথবা মহানবী (সা.)-এর স্বর্ণের কঙ্কণ দেখা ইত্যাদি বিষয়বাহ্যিক অর্থে ছিল না, বরং রূপকস্বরূপ ছিল। সেগুলোর মাঝে ভিন্ন তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বস্তুত মূল বিষয় হলো, হযরত আবু বকরকে পবিত্র কুরআনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি দান করা হয়েছিল। তাই হযরত আবু বকর এই ব্যাখ্যা করেন। আমার বিশ্বাস হলো, এসব অর্থ যদি বাহ্যত বাস্তবতার পরিপন্থী হতোও, তাহলেও তাকওয়া ও সততার দাবি এটিই ছিল যে (মানুষ) আবু বকরের কথা মেনে নেবে। [অর্থাৎ মানুষ তাঁরই কথা মানত।] কিন্তু এখানে তো পবিত্র কুরআনে একটি শব্দও এমন নেই যা হযরত আবু বকরের কৃত অর্থের পরিপন্থী। তিনি বলেন, মৌলবিদের জিজ্ঞেস করো যে, আবু বকর প্রজ্ঞাবান বুদ্ধিমান ছিলেন কি না। তিনি কি সেই আবু বকর ছিলেন না যিনি সিদ্দীক অভিহিত হয়েছেন? তিনিই কি সেই ব্যক্তি নন যিনি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর প্রথম খলীফা হয়েছেন? যিনি ইসলামের অনেক বড় সেবা করেছেন, অর্থাৎ ভয়াবহ ধর্মত্যাগের মহামারীকে প্রতিহত করেছেন? তিনি বলেন, বাকি কথা না হয় বাদ দিলাম, শুধু এতটুকু বল যে, হযরত আবু বকরের মিম্বরে চড়ার প্রয়োজন কেন দেখা দিল? অতঃপর তাকওয়ার সাথে বলো, তিনি যে, مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (আলে ইমরান: ১৪৫) পাঠ করেন, এর দ্বারা পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা উদ্দেশ্য ছিল, নাকি এমন ত্রুটিপূর্ণ দলীল দেওয়া যেক্ষেত্রে এক শিশুও বলতে পারত যে, ঈসাকে যে মৃত মনে করে সে কাফের হয়ে যায়?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪১-৪৪২)

অর্থাৎ এই আয়াতটি পড়ার উদ্দেশ্যই ছিল একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা, দুর্বল যুক্তি (উপস্থাপন) উদ্দেশ্য ছিল না। পুনরায় অপর এক স্থানে এই বিষয়টিকেই স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي আয়াতটির দু'টি তাৎপর্য রয়েছে। একটি হলো, তোমাদের পবিত্রকরণ সুসম্পন্ন করেছেন; দ্বিতীয়ত, ঐশীগ্রন্থ সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন। কেউ একজন বলে, হে বৃদ্ধ! কাঁদছ কেন? তিনি উত্তর দেন, এই আয়াত থেকে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর আভাস পাওয়া যায়; কেননা এটি জানা কথা, যখন কাজ শেষ হয়ে যায় তখন সেটির সুসম্পন্নতাই মৃত্যুর প্রমাণ বহন করে। যেভাবে পৃথিবীতে সেটেলমন্টের কাজ করা হয়ে থাকে; যখন (কোন এলাকায়) তা সম্পন্ন হয়ে যায় কর্মকর্তাগণ সেখান থেকে চলে যায়। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.) সংক্রান্ত ঘটনা শোনেন তখন বলেন, আবু বকর সবচেয়ে বুদ্ধিমান; সেইসাথে বলেন, পৃথিবীতে যদি কাউকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে সে হতো আবু বকর। তিনি (সা.) আরও বলেন, আবু বকরের জানালা মসজিদ অভিমুখে খোলা থাকবে, বাকি সব বন্ধ করে দাও। কেউ (যদি) জানতে চাও যে , এর তাৎপর্য কী, একথা দ্বারা কী

বোঝানো হয়েছে; [অর্থাৎ তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, আবার তার জানালা খোলা থাকবে– এর অর্থ কী, সেটির তাৎপর্য বর্ণনা করছেন;] তিনি বলেন, মনে রেখো, মসজিদ হলো খোদার ঘর যা সকল (ঐশী) জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস। এজন্যই বলেছেন, আবু বকরের হৃদয়ের জানালা যেহেতু এদিকে, তাই মসজিদের জানালাও তার জন্য খোলা রাখা হোক। বিষয়টি এমন নয় যে, অন্য সাহাবীরা এথেকে বঞ্চিত ছিলেন; [তাদের মধ্যেও অনেক বড় বড় বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ছিল হযরত আবু বকরের মাঝে;] বরং হযরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই ব্যক্তিগত বিচক্ষণতা যা সূচনাতেও এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং সমাপ্তিতেও;যেন আবু বকরের সত্তা দু'টি প্রজ্ঞার সমাহার ছিল। ”

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯-৪০০)

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন। তিনি অনেক জটিল বিষয় ও সেগুলোর কঠোরতা অবলোকন করেছেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ও রণকৌশল প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বহু মরু ও পর্বতমালা অতিক্রম করেছেন। বহু বিপদসংকুল স্থান ছিল যেখানে তিনি নির্দ্বি ধায় প্রবেশ করেছেনএবং কতশত বক্র পথ ছিল যেগুলোকে তিনি সোজা করেছেন; অনেক যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কতই না নৈরাজ্যকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেছেন ও বহু বাহনকে তিনি সফর করতে করতে দুর্বল করে দিয়েছেন; [অর্থাৎ অসংখ্য সফর করেছেন, যার ফলে বাহনগুলো ক্লান্ত হয়ে যেতো]; তিনি অনেক অনেক গন্তব্যে সফলভাবে পৌঁছেছেন। এভাবে এগোতে এগোতে তিনি বিচক্ষণ হয়ে গিয়েছেন। তিনি বিপদাপদে ধৈর্যশীল ও সাধনাকারী ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্বীয় বাণীর অবতরণস্থল মহানবী (সা.)-এর সহচর হবার জন্য বেছে নেন এবং তাঁর সততা ও অবিচলতার কারণে তাঁর প্রশংসা করেন।

এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রিয়দের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট ছিলেন এবং বিশ্বস্ততা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে ছিল। এজন্য তাঁকে ভয়ানক ও গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় এবং কাণ্ডজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সময় নির্বাচন করা হয়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাবান; তিনি যাবতীয় বিষয় যথাসময়ে ও যথাস্থানে সংঘটিত করেন এবং পানিকে উপযুক্ত উৎস থেকে উৎসারিত করেন। অতএব তিনি আবু কোহাফার পুত্রের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন এবং তাঁকে এজগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যিনি সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, তিনি বলেছেন:

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ তোমরা যদি এই রসূলকে সাহায্য না-ও কর তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ইতোপূর্বেও তাকে সাহায্য করেছেন যখন সেসব লোক, যারা অস্বীকার করেছে, তারা তাকে দেশান্তরিত করেছিল এমাতাবস্থায় যে, সে দু 'জনের একজন ছিলেন। যখন তারা উভয়ে গুহায় অবস্থান করছিল এবং সে তার সাথিকে বলছিল, দুঃখ করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তাকে প্রশান্তি দান করেন এবং তাকে এমন সব সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন যাদেরকে তোমরা কখনোই দেখ নি। আর তিনি তাদের কথা হেয় সাব্যস্ত করেছেন যারা অস্বীকার করেছিল। এছাড়া (জেনে রেখো) আল্লাহ্ র বাণীই সর্বদা বিজয়ী হয়, আর আল্লাহ্ পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী এবং পরম প্রজ্ঞাময়।(সূরা তওবা, আয়াত: ৪০)

(সিররুল খোলাফা, পৃ: ৬০-৬২, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯)

হযরত আবু বকর (রা.) স্বপ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও খুবই পারদর্শী ছিলেন। লেখা আছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বিশেষ দক্ষতা ছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি সবার উর্ধ্বে ছিলেন। এমনকি তিনি সমগ্র জাহানের নেতা মহানবী (সা.)-এর যুগেও স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন বলেন, মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সবচেয়ে বড় স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ছিলেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ ইলিয়াস আদিল, পৃ: ১৭৪)

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণিত কয়েকটি স্ব প্নে র ব্যাখ্যা এখন উল্লেখ করা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! স্বপ্নে আমি একটি মেঘ দেখেছি যা থেকে ঘি এবং মধু বর্ষিত হচ্ছিল। আমি দেখি, মানুষ তা নিজেদের হাতে নিচ্ছিল;কেউ বেশি নিচ্ছিল আর কেউ কম নিচ্ছিল। এছাড়া আমি একটি রশি দেখি যা আকাশ থেকে ঝুলছিল, আর আমি আপনাকে (সা.) দেখি যে, আপনি সেটি ধরে উপরে চলে যান। এরপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরেন এবং তিনিও তা ধরে উপরে চলে যান, তারপর অন্য আরেক ব্যক্তিও তা ধরে উপরে চলে যান। অতঃপর আরেক ব্যক্তি সেটি ধরলে তা ছিঁ ড়ে যায়, পরে তার জন্য তা জোড়া লাগিয়ে দিলে তিনিও সেটি দ্বারা উপরে উঠে যান। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আমাকে এর ব্যাখ্যা করার অনুমতি দান করুন; অনুমতি দিলে আমি এর ব্যাখ্যা করব। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে, ব্যাখ্যা কর। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ছায়া দানকারী মেঘ হলো ইসলাম, আর তা থেকে যে মধু ও ঘি বর্ষিত হচ্ছিল তা পবিত্র কুরআন এবং এর মাধুর্য ও এর সৌন্দর্য। এছাড়া মানুষ যে সেখান থেকে ঘি নিচ্ছে– এর অর্থ হলো কুরআন লাভকারী, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অধিক বা অল্প জ্ঞান লাভকারী। আর আকাশ থেকে ঝুলন্ত রশি হলো সত্য যার ওপর আপনি (সা.) প্রতিষ্ঠিত আছেন। আপনি (সা.) এর দ্বারা সুউচ্চ মর্যদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আপনার (সা.) পর একে অন্য একজন নেবে এবং এর মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। আবার আরেকজন (নেবে) এবং সে-ও এর মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। পুনরায় অন্য আরেকজন (নেবে) কিন্তু তা ছিঁ ড়ে যাবে, তবে তার জন্য তা জোড়া দেওয়া হবে,আর এরপর সে এর মাধ্যমে উচ্চকিত হবে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কিছু ঠিক বলেছ ও কিছু ভুল করেছ। হযরত আবু বকর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনাকে কসম দিচ্ছি, আপনি আমার ব্যাখ্যার সঠিক ও ভ্রান্ত দিকগুলো অবশ্যই আমাকে বলুন। মহানবী (সা.) বলেন, আবুবকর, কসম দিও না!

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবু তাবিরুর রুইয়া, হাদীস-৩৯১৮)

অর্থাৎ তিনি চাইছিলেন না যে, এর সঠিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ঐ মুহূর্তে বলে দেওয়া হোক। তাই তিনি বলেন, কসম দিও না; ঠিক আছে, যতটা তুমি করেছ তা-ই যথেষ্ট।

ইবনে শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্নটি তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সামনে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তুমি আর আমি যেন একটি সিঁড়িতে আরোহণ করেছি আর আমি তোমার চেয়ে আড়াই সিঁড়ি সামনে অগ্রসর হয়েছি। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! ভালো দেখেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে ততদিন পর্যন্ত জীবিত রাখবেন যতদিন না আপনি স্বচক্ষে সেই বিষয় দেখেন যা আপনাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করবে এবং আপনার চোখ স্নিগ্ধ হবে। তিনি তাঁর সামনে এ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয়বার বললেন, হে আবু বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি আর তুমি একটি সিঁড়িতে আরোহণ করেছি আর আমি তোমার চেয়ে আড়াই সিঁড়ি উপরে উঠেছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসূ ল! আল্লাহ্তা'লা আপনাকে নিজ দয়া এবং মাগফিরাতের দিকে নিয়ে যাবেন, আর আমি আপনার পর আড়াই বছর পর্যন্ত জীবিত থাকব।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৩২)

বস্তুত এমনটিই হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে নিজের কামরায় তিনটি চাঁদ পড়তে দেখি। তখন আমি আমার এ স্বপ্ন আমার পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র কাছে বর্ণনা করি। যখন মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর দাফনকার্য হযরত আয়েশার কামরায় সম্পন্ন করা হলো, তখন হযরত আবু বকর তাকে বললেন, এটি তোমার ঐ চাঁদগুলোর মাঝে একটি এবং এটি সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম।

(মোতা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস- ৫৪৬)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা (রা.) বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি দেখেছি কালো ছাগলের পাল আমার অনুসরণ করছে এবং সেগুলোর পেছনে ধূসর রংয়ের ছাগলের পাল রয়েছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এই আরববাসীরা আপনার অনুসরণ করবে, এরপর অনারবরা তাদের অনুসরণ করবে। মহানবী (সা.) বলেন, ফিরিশ্তাও এই ব্যাখ্যাই করেছেন।

(ইবনে আবি শিবা, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১২৫, হাদীস- ৩১১০১)

এগুলো ছিল স্বপ্নের উল্লেখ।

এখন আলোচনা করা হবে, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্র থম মুসলমান কে ছিলেন?

এ সম্পর্কে এটিই বলা হয়ে থাকে যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)ই ছিলেন। হযরত আম্মার বিন ইয়াসের বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-কে সেই প্রাথমিক যুগে দেখেছি যখন তাঁর সাথে কেবলমাত্র পাঁচজন দাস, দু'জন মহিলা এবং হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলু আসহাবিন নবী, হাদীস-৩৬৬০)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে বিস্তারিত নোট লিখেছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম

ঈমান আনয়নকারী কে? এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেন, মহানবী (সা.) নিজ মিশনের প্রচার শুরু করলে সর্ব প্রথম ঈমান আনেনহযরত খাদিজা (রা.), যিনি এক মুহূর্তের তরেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিপতিত হন নি। হযরত খাদিজা (রা.)'র পর সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী পুরুষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কোহাফার কথা বলেছেন, কতক হযরত আলীর নাম উল্লেখ করেছেন যার বয়স সেই সময়ে কেবলমাত্র দশ বছর ছিল এবং কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর মুক্তকৃত দাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার কথা বলেন। কিন্তু আমার মতে এই বিতর্ক অনর্থ ক। হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘরের লোক ছিলেন এবং তঁ ার সন্তানদের ন্যায় তঁ ার সাথে থাকতেন। মহানবী (সা.) বলামাত্র তারা ঈমান এনেছেন। [অর্থাৎ, মহানবী (সা.) যা বলেছেন তার ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল এবং ঈমান ছিল। তাদের একথা বলা যে, আমরা ঈমান এনেছি- এটি এমন কোন বিষয় নয়, কেননা তাদের বয়স কম ছিল এবং তারা বাড়ির লোক ছিলেন।] বরং তাদের পক্ষ থেকে হয়তো কোন মৌখিক স্বীকারোক্তিরও প্রয়োজন ছিলনা। কাজেই, তাদের নাম এর মাঝে টেনে আনার কোন প্রয়োজন নেই। আর অবশিষ্ট সবার মাঝে সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বকর (রা.) অগ্রগণ্য এবং ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তঁ ার ভদ্রতা ও যোগ্যতার কারণে কুরাইশদের মাঝে খুবই সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইসলামে তিনি সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা অন্য কোন সাহাবীর ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) এক মুহূর্তের জন্যও মহানবী (সা.)-এর দাবীর বিষয়ে সন্দেহ করেন নি। বরং শোনামাত্রই গ্রহণ করেছেন এবং সেই সাথে তিনি তার পুরো মন ও প্রাণ এবং ধন-সম্পদ মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিনি তাঁর প্রথম খলীফা নিযুক্ত হয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) তঁ ার খেলাফতকালে অতুলনীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে ইউরোপের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্প্রিঞ্জার লিখেছে, ইসলামের সূচনালগ্নে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আবু বকর (রা.)'র ঈমান আনয়ন করা এ বিষয়ের সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, মুহাম্মদ (সা.) ধোঁকার শিকার হলেও হতে পারেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ধোঁকা দানকারী ছিলেন না। বরং সত্য অন্তঃকরণে নিজেকে আল্লাহ্র রসূল বলে বিশ্বাস করতেন। স্প্রিঞ্জারের এ মতের সাথে স্যার উইলিয়াম মুইরও সম্পূর্ণ একমত।

হযরত খাদিজা হযরত, আবু বকর, হযরত আলী এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসার পর ইসলাম গ্রহণকারী এমন পাঁচজন লোক ছিলেন যারা হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। এরা সবাই ইসলামের ইতিহাসে এমন বিশিষ্ট ও উন্নত মর্যাদার সাহাবী সাব্যস্ত হয়েছেন যে, এদেরকে শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হিসাবে গণ্য করা হতো। এদের নাম হলো: প্রথম হযরত উসমান বিন আফ্ফান, দ্বিতীয় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, তৃতীয় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, চতুর্থ হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং পঞ্চম হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ। এপাঁচজন সাহাবীই আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহানবী (সা.) নিজ পবিত্র মুখে বিশেষভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন; আর এরা সবাই তাঁর একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী এবং উপদেষ্টা হিসাবে গণ্য হতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, এম.এ, পৃ: ১২১-১২৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার জামা'তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর তাহরীক করছিলেন; এই বিষয়টিকে তিনি এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এ উপলক্ষে তিনি বলেন, মুমিন এমন সব তাহরীকে, অর্থাৎ বিভিন্ন আর্থিক তাহরীক বা মালী কুরবানীর তাহরীকে বিচলিত হয় না বরং আনন্দিত হয়, এবং সে গর্ববোধ করে যে, তাহরীকটি সর্বপ্রথম আমার কাছে পৌঁছেছে। সে ভীত হয় না বরং সে গর্বিত হয়, আর খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় সবচেয়ে বেশি কুরবানী করে, আর এজন্য মর্যাদাও সবচেয়ে বেশি পায়। কেউ কি বলতে পারে, যেসব কুরবানী হযরত আবু বকর (রা.) করেছেন বা যে সেবা করার সুযোগ তিনি পেয়েছেন, তিনি কি ভাবতেন যে, আমি কেন সর্বাগ্রে এসব কুরবানী করার সুযোগ নেবো? কখনো ভেবে থাকবেন বা আশা করে থাকবেন যে, কেন আমি সুযোগ পেলাম? তিনি (রা.) অত্যন্তআনন্দের সাথে নিজেকে বিপদাপদে নিপতিত করেছেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় বিভিন্ন দুঃখ -কষ্ট সহ্য করছেন। এজন্য তিনি সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা হযরত উমর (রা.)-ও পান নি। কেননা, যে প্রথমে ঈমান আনয়ন করে সে সবার আগে কুরবানী করার সুযোগ পায়। অথচ বিপদাপদ হযরত উমর (রা.)'র ঈমান আনয়নের সময়ও ছিল। তখনও নির্যাতন-নিপীড়ন করা হতো, নামায পড়তে দেওয়া হতো না এবং সাহাবীরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছিলেন। হাবশায় প্রথম হিজরত অব্যাহত ছিল। উন্নতির যুগ তাঁর ঈমান আনার অনেক পর শুরু হয়েছে, কিন্তু এরপরও যে মর্যাদা হযরত আবু বকর (রা.) সূচনালগ্নে ঈমান আনার ফলে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কুরবানী করার সুযোগ পাওয়ার কারণে লাভ করেছেন, হযরত উমর (রা.) তঁ ার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। আর একারণেই একবার হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)'র মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা যখন ইসলামকে অস্বীকার করছিলে সেসময় আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর তোমরা যখন ইসলামের বিরোধিতা করছিলে তখন সে ইসলামের সাহায্য করেছে। এখন তোমরা কেন তাকে কষ্ট দিচ্ছ? অতএব, সর্বাগ্রে তাঁর ঈমান আনয়ন এবং ত্যাগ স্বীকারের কথা মহানবী (স.) উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত উমর (রা.)-ও অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন এবং অনেক কুরবানীও করেছিলেন। অএতব, হযরত আবু বকর এই শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছিলেন। কেউ কি বলতে পারবে যে, হযরত আবু বকর (রা.) আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, হায়! মক্কা বিজয়ের সময় যদি ঈমান আনার সুযোগ হতো? বরং সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব ও যদি তাঁর সামনেরেখে দেওয়া হতো তাহলে হযরত আবু বকর সেটিকেও খুবই নগণ্য প্রতিদান আখ্যায়িত করতেন এবং গ্রহণ করতেন না। বরং তিনি এ মর্যাদার বিনিময়ে পৃথিবীর রাজত্বকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দেওয়ার কষ্টটুকু করতেও প্রবৃত্ত হতেন না।

(মান আনসারী ইলাল্লাহ্, আনওয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০-৩১)

অতএব, এগুলো তাঁর কুরবানীরই পুরস্কার ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই পর্যায়ক্রমে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

দাসমুক্ত করা সম্পর্কে লেখা আছে, হযরত উমর (রা.) বলতেন, اَبُوْبَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلَالًا । (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নবী, হাদীস-৩৭৫৪)

অর্থাৎ আবু বকর আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে মুক্ত করেছেন; এদ্বারা তিনি হযরত বেলালকে বুঝিয়েছেন। হযরত আবু বকর ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিজ সম্পদ ব্যয় করে সাতজন দাসকে মুক্ত করিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্র জন্য কষ্ট দেওয়া হতো। এসব দাসের নাম হলো, হযরত বেলাল (রা.), আমের বিন ফুহায়রা (রা.), যিন্নিরা (রা.), নাহদিয়া (রা.) এবং তার কন্যা, বনী মুয়াম্মালের এক ক্রীতদাসী এবং উম্মে উবায়েস।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৭)

বিরোধীরাও হযরত আবু বকরের পুণ্য এবং উন্নত চরিত্রের কথা স্বীকার করত। যেমন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা.)'র ন্যায় মানুষ, সমগ্র মক্কা যাঁর অনুগ্রহের কাছে ঋণী ছিল, যা কিছু উপার্জন করতেন তা দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করে ফেলতেন। একবার তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একজন নেতার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? জবাবে তিনি বলেন, এ শহরে এখন আমার নিরাপত্তা নেই, এজন্য আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। তখন সেই নেতা বলে, তোমার মত পুণ্যবান মানুষ যদি শহর থেকে চলে যায় তাহলে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি, তুমি শহর ছেড়ে যেও না। তিনি সেই নেতার আশ্রয়ে শহরে ফিরে আসেন। তিনি যখন ভোরে উঠতেন এবং কুরআন পড়তেন,তখন নারী ও শিশুরা দেওয়ালে কান লাগিয়ে কুরআন শুনত। কেননা, তাঁর কণ্ঠে ছিল গভীর আবেগ,আর তা ছিল হৃদয় নিঙড়ানো ও বেদনাবিধু র। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবিতে ছিল তাই প্রত্যেকনারী, পুরুষ ও শিশু এর অর্থ বুঝত এবং শ্রবণকারীরা এটি শুনে প্রভাবিত হতো। এ বিষয়টি যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন মক্কায় আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে, এভাবে তো সবাই বিধর্মী হয়ে যাবে। অবশেষে লোকেরা সেই নেতার কাছে যায় এবং তাকে বলে, তুমি কেন তাকে তোমার আশ্রয়ে রেখেছ? সেই নেতা তাঁকে এসে বলে, আপনি এভাবে কুরআন পাঠ করবেন না, মক্কার লোকেরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত আবু বকর বলেন, আপনি আপনার আশ্রয় ফিরিয়ে নিন; আমি তো এথেকে বিরত হতে পারব না! সুতরাং সেই নেতা তার আশ্রয় ফিরিয়ে নেয়। এটি হযরত আবু বকর (রা.)'রতাকওয়া ও পবিত্রতার কত শক্তিশালী প্রমাণ যে, যারা মু হাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরম শত্রু ছিল এবং তাঁকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

গালিও দিত, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র পবিত্রতায় তাদের এত আস্থা ছিল যে সেই নেতা বলে, তিনি চলে গেলে শহর ধ্বংস হয়ে যাবে।"

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

নামাযের ইমামতির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স.)-এর অনুপস্থিতিতে যে ক'জন ব্যক্তি মসজিদে নববীতে নামায পড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর অন্যতম। হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি বিশেষ সৌভাগ্য হলো, তিনি মহানবী (সা.)-এরজীবনের অন্তিম দিনগুলোতে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, ঐসকল লোক যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) থাকবেন, তাদের জন্য যথাযথ হবে না তিনি (তথা হযরত আবু বকর) ব্যতিরেকে অন্য কেউ তাদের (নামাযের) ইমামতি করবে।

(সুনান তিরমিযি,কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৩)

আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)'র কাছে ছিলাম। সেসময় আমরা নিয়মিত নামায আদায় এবং নামাযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন সেই রোগে আক্রান্ত হলেন যে রোগের কারণে তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়েছিল, সেসময় নামাযের সময় হলে আযান দেওয়া হয়; তিনি (সা.) বলেন, আবু বকর (রা.)-কে বল, তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করা হয় যে, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী; তিনি যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন তখন তিনি (রা.) লোকদের নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি (সা.) পুনরায় (একই কথা) বলেন। পুনরায় তাঁকে (সা.) নিবেদন করা হয় যে, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি (সা.) তৃতীয়বারে গিয়ে বলেন, তোমরা ইউসুফের যুগের মহিলাদের ন্যায়, অর্থাৎ তাদের ন্যায় কথা বলছ।

আবু বকরকে বল, তিনি যেন নামায পড়ান।

তখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হন। মহানবী (সা.) কিছুটা সুস্থতা বোধ করলে তিনি (সা.) বের হন এবং তাঁকে দু'পাশে দু 'ব্যক্তির মাধ্যমে (হাঁটতে) সাহায্য করা হচ্ছিল; (অর্থাৎ তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে যান।) তিনি (রা.) বলেন, উক্ত দৃশ্য আমার এখনও এত স্পষ্টভাবে স্মরণ আছে যেন আমি এখনও তা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁর (সা.) পদযুগল অসু স্থতার কারণে মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল;অর্থাৎ তিনি (সা.) ঠিকভাবে হাঁটতে পারছিলেন না, পা তুলতে পারছিলেন না, তাই পা মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে এভাবে আসতে দেখলেন তখন তিনি (রা.) পেছনে সরে যেতে চাইলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) ইঙ্গিতে বললেন, নিজ জায়গাতেই অবস্থান করুন। এরপর মহানবী (সা.)-কে আনা হয় এবং তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'রপাশে বসে পড়েন। আ'মাশ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, মহানবী (সা.)-ই কি নামায পড়াচ্ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) নামাযের অনুকরণে নামায আদায় করছিলেন এবং লোকেরা কি হযরত আবু বকর (রা.)'র অনুকরণে নামায আদায় করছিল? এর উত্তরে তিনি (অর্থাৎ হযরত আ'মাশ) মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'রবাম পাশে বসেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৬৪)

বর্ণনাকারী আরও বলেন, হযরত আনাস বিন মালেক আনসারী আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর অনু সরণ করেন আর তাঁর সেবা করেন এবং তাঁর সংস্পর্শে থাকেন। এরপর তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাদের নামায পড়াতেন। মহানবী (সা.)-এর সেই অসুস্থতা যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়, সোমবার এসে তিনি নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) কামরার পর্দা ওঠালেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে দেখছিলেন এবং তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন তাঁর (সা.) চেহারা মোবারক সাক্ষাৎ পবিত্র কুরআনের পাতা। এরপর তিনি (সা.) আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসেন আর আমাদের মনে হলো যে, আমরা আনন্দের কারণে মহানবী (সা.)-কে দেখার ফলে পরীক্ষায় পড়েছি। ইতোমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) নিজ গোড়ালির ওপর ভর করে পেছনে চলে আসেন যেন তিনি কাতারে যোগ দিতে পারেন এবং তিনি ভাবলেন যে, মহানবী (সা.) নামাযের উদ্দেশ্যে বাইরে আসছেন। কিন্তু মহানবী (সা.) ইশারায় বললেন, নিজেদের নামায পূর্ণ করো, একথা বলে পর্দা নামিয়ে দিলেন এবং সেদিনই তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেন।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুল আযান, হাদীস-৬৮০)

অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, একদা সেই দিনগুলোতেই হযরত উমর (রা.) নামায পড়িয়েছিলেন। এর বিস্তারিত হলো:হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যাম'আ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর রোগ যখন চরম ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং আমি মুসলমানদের এক জামা'তে তাঁর (সা.) কাছে উপস্থি ত ছিলাম। হযরত বেলাল (রা.) তাঁকে নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, কাউকে বল, সে যেন লোকদের নামায পড়ায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যাম'আ বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, হযরত উমর (রা.) লোকদের মাঝে উপস্থিত আছেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থি ত নেই। তিনি (রা.) বলেন, হে উমর, উঠুন এবং লোকদের নামায পড়ান। তিনি অগ্রসর হলেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন। হযরত উমর (রা.) এর কণ্ঠস্বর উঁচু ছিল; মহানবী (সা.) যখন তার কণ্ঠস্বর শুনলেন তখন তিনি (সা.) বললেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ্ একে অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি (রা.) আসলেন। হযরত উমর (রা.)'র নামায পড়িয়ে দেওার পরও তিনি (রা.) লোকদের নামায পড়ান। এটিও এক বর্ণনায় বিদ্যমান।

আরো একটি রেওয়ায়েত দেখা যায়, হযরত উমর (রা.)'র কণ্ঠস্বর শোনার পর মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে আসেন। তিনি (সা.) নিজ কামরা হতে মাথা বের করে দেখে বললেন, না, না, না! ইবনে আবি কুহাফার উচিৎ তিনি যেন লোকদের নামায পড়ান। তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে একথা বললেন।

(সুনান আবু দাউ, কিতাবুস সুন্নাহ,হাদীস: ৪৬৬০-৪৬৬১)

এর বিস্তারিত বর্ণনা মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এভাবে রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) যখন বিষয়টি জানতে পারলেন তখন তিনি (রা.) আব্দুল্লাহ বিন যাম'আকে, যিনি তাকে নামায পড়াতে বলেছিলেন, তাকে গিয়ে বলেন, আমি তো মনে করেছিলাম, মহানবী (সা.) আমাকে নামায পড়াতে তোমাকে বলতে বলেছেন। নতুবা আমি কখোনই নামায পড়াতাম না। আব্দুল্লাহ বিন যাম'আ (রা.) তখন বলেন, না, আমি যখন দেখলাম হযরত আবু বকর (রা.)-কে কোথাও দেখা যাচ্ছে না তখন আমি নিজেই মনে করলাম, তাঁর (রা.) পর আপনিই নামায পড়ানোর যোগ্য, এজন্য আমি আপনাকে নামায পড়াতে অনুরোধ করেছি; আমাকে সরাসরি এমনটি করতে বলা হয় নি। এটি মুসনাদ আহমদের রেওয়ায়েত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১২-৪১৩, হাদীস-১৯১১৩)

সন্তানদের প্রতি তাঁর (রা.) মায়া-মমতা সম্পর্কে লেখকরা লিখেছেন। একজন লেখক লিখেন, সন্তানদের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)'র অগাধ ভালোবাসা ছিল। নিজ কথা ও কর্মে তিনি (রা.) তা প্রকাশও করতেন। তঁার (রা.) বড় পুত্র হযরত আব্দুর রহমান পৃথক বাসায় থাকতেন। কিন্তু তার ঘর চালানোর ব্যয়ভার হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই নিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর (রা.) বড় কন্যা হযরত আসমা (রা.)'র বিবাহ হযরত যু বায়ের ইবনুল আওওয়াম (রা.)'র সাথে হয়েছিল। শুরুর দিকে তিনি অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় ছিলেন, বাসায় কোনো সেবক বা সেবিকা রাখার সামর্থ্য ছিল না। এজন্য হযরত আসমা (রা.)-কে অনেক কাজ করতে হতো। তিনি (রা.) আটার খামির করতেন, খাবার রান্না করতেন, পানি আনতেন, থলে সেলাই করতেন এবং বহু দূর থেকে খেজুরের বীজ মাথায় করে আনতেন, এমনকি ঘোড়াকে ঘাসও দিতেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এসব জানতে পারলেন তখন তিনি একজন সেবক পাঠান, যে ঘোড়াকে ঘাস দিত এবং সেগুলোর দেখাশোনা করতো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, একজন সেবক পাঠিয়ে পিতা আমাকে যেন স্বাধীন করে দিয়েছেন।

(সহীহ বুখারী,কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৫২২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) তার স্ত্রী আতেকাকে ভালোবাসতেন। একটি ঘটনা লেখা আছে যে, তার কারণে তিনি জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) এটি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্কে আদেশ দেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কারণে জিহাদে যাওয়া পরিত্যাগ করেছ, তাই তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও! তিনি আদেশ পালনার্থে তাকে তালাক দেন, কিন্তু আতেকার বিরহে তিনি বেদনাতুর কবিতা আবৃত্তি করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র কানে যখন এসব পঙক্তি পৌঁছায় তখন তাঁর মন গলে এবং তিনি (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্কে নিজ স্ত্রী ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন।

(সীরাত খলীফাতুর রসুল সৈয়্যদানা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক,প্রণেতা- তালিব হাশমি, পৃ: ৩৪৯-৩৫১)

হযরত বারা' (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একবার আমি তাঁর পরিবারের কাছে যাই। দেখি তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) শুয়ে আছেন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আয়েশা (রা.)'র গালে চুমু দিলেন এবং বললেন, মা, কেমন আছ?

(সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস-৩৯১৮)

ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও এ বিষয়ে আরো কিছু বর্ণনা করা হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে আমেরিকাবাসীদের জন্য এই মোবাহেলার ঘটনাটি জানা কেন জরুরী হয়ে পড়ল?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা কেবল আমেরিকাবাসীদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সকলের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক আমেরিকাবাসী ইতিহাসে আগ্রহ রাখে না। কিন্তু কিছু মানুষের আগ্রহ তো অবশ্যই থাকে, যারা নিজেদের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘটনা, ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্ম ও তার পৃষ্টভূমি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী থাকে। তাই যারা আগ্রহী তারা এখানে এসে আমাদের ইতিহাস জানুক। আর এটা কোনও ধর্মবিশেষের বিজয় নয়, বরং মানুষকে এই সত্য তুলে ধরার বিজয় যে, খোদা তা'লার সত্য বান্দা কে আর এই যে অন্যের বিরুদ্ধে গালাগাল করা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকা উচিত। এটিই কুরআন করীমের শিক্ষা আর একথাই জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা একে অপরকে সম্মান কর। মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। তাই আপনারা যেভাবে এবং যে ধর্মকে অনুসরন করেন, আপনারা সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুসারে জীবনযাপন করুন। কিন্তু অপরকে গালিগালাজ করবেন না বা অপরের বিরুদ্ধে কদর্য ভাষা ব্যবহার করবেন না। তাই আমরা এখন মানুষের সামনে ইতিহাসকে তুলে ধরব। ইতিহাস ও ধর্মানুরাগীরা নিশ্চয় একথা জানেন যে সবকিছু এমনটিই ঘটেছে।

এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনার মতে মানুষের উপর এই মোবাহালার কি প্রভাব পড়বে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের কাজ হল ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া আর ইসলাম ঘোষণা দেয় যে, ধর্মের বিষয়ে কোনও বলপ্রয়োগ নেই। আপনি কাউকে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারেন না। যারা ইসলাম গ্রহণ করে না তারা অন্তত এতটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন যে ইসলাম আমাদেরকে পরস্পর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলার এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমার আগমণের উদ্দেশ্য মূলত দুটি। এক মনুষকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করা এবং আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের প্রতি আহ্বান করা, তাদেরকে বোঝানো যে আল্লাহ্র ইবাদত কিভাবে করতে হয় আর ইবাদত কেন করতে হবে, কেন নিজ সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু হতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষকে অপরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেতন করা এবং মানুষকে একে অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখানো। এইকথাই কুরআন করীম আমাদের শিক্ষা দেয় আর এই শিক্ষাই আমরা মেনে চলি। আর আমরা এই শিক্ষারই প্রচার করি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এখনও কি পৃথিবীর একটি সুসংহত ধর্মের কোনও প্রয়োজন রয়েছে? ধর্ম কি শান্তির কণ্ঠ হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা বলি ধর্মের উদ্দেশ্য কাউকে ভীতি প্রদর্শন নয়, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জামাতে প্রতিষ্ঠাতা দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবি করেছেন। এই শিক্ষা দুটি নীতির উপর টিকে আছে। এক, হুকুকুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অধিকার), দুই হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার)। তাই আপনি যদি এই দুটি কর্তব্য সম্পর্কে অবগত থাকেন তবে আমাদের সম্পর্কে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আমরা জবরদস্তি করি না। আমরা যে শিক্ষার প্রচার করি তা নিজেরাও মেনে চলি। আমরা ঐ ধরণের ধর্মান্মাদ মোল্লা কিম্বা চরমপন্থী নই যারা সমাজে শান্তি বিঘ্নিত করে।

আমরা দাবি করি যে, আমাদের শান্তিতে থাকা উচিত আর একে অপরের সম্মান করা উচিত। এমনকি কুরআন শিক্ষা দেয়, তোমরা একে অপরের ধর্মের সম্মান কর। কুরআন এও শিক্ষা দেয় যে, তোমরা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে কোনও অপ্রিয় কথা বলবে না, কেননা তারা প্রতিশোধ নিতে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে একই ভাষা প্রয়োগ করবে। তাই ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মসজিদের উদ্দেশ্য এবং আমরা কিভাবে থাকি এবং এখানে কি করতে চলেছি সে প্রসঙ্গে আমি নিজের ভাষণে উল্লেখ করব।

হুযুরের সাক্ষাতপ্রার্থীদের অভিমত

গুলহাম আশরাফ সাহেব গুজরাঁওয়ালার মূল নিবাসী। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ারকে দেখে আমার চোখ শীতল হয়েছে। তিনি হুযুর আনোয়ারকে বলেন, আমি কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। এর বরকতে চাকরীও পেয়ে যাব। তিনি বলেন, হুযুরকে শুধু চোখে দেখেও আমি ঈমানী শক্তি ও সজীবতা লাভ করি। হুযুরের সান্নিধ্য পেয়ে আমার আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ মনে পড়ে যাচ্ছিল। হুযুরের সাহচর্য আমাকে ধর্ম সেবার অনুপ্রেরণা দেয়।

যাফর সেলিম সাহেব নিজের অভিমত প্রকাশ করছিলেন আর তাঁর চোখ অশ্রুতে ছলছল করছিল। তিনি বলেন, আমি কেবল এতটুকু বলতে চাই যে খলীফা আমাদের আর আমরা তাঁর থেকেই। হুযুর যে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে কথা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে যেন আমরা খলীফার ছত্রছায়ায় রয়েছি।

মিঞা আনোয়ার আহমদ সাহেব শিকাগো জামাত থেকে এসেছিলেন। তিনি নিজের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন- জীবনে প্রথম হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করছিলাম। কথা বলার সময় আমার হাত কাঁপাছিল। আমার জীবনের বাসনা আজ পূর্ণ হল।

মরোক্কোর এক বন্ধু বলেন, আমি জামাতের সদর আসাম আল খামিসি সাহেবে ছেলে। ২০১১ সাল থেকে আমেরিকায় আছি। এখানে পড়াশোনা শেষ করে কাজ করছি। সাক্ষাতের পর তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এটি দলগত সাক্ষাতানুষ্ঠান হলেও আমরা অনেক বেশি সময় পেয়েছি। আমার জন্য এই মুহূর্তগুলি অত্যন্ত স্মরণীয় ছিল। গত কয়েকদিন থেকে আমি অনবরত ডিউটি করছিলাম। কিন্তু আজকের সাক্ষাত আমার মধ্যে যেন নতুন প্রাণশক্তি ও উদ্যমের সঞ্চার করেছে। আমি যেন এক নতুন জীবন লাভ করলাম।

মাহমুদ আসলাম সাহেব ডেট্রায়েট থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, খোদার জ্যোতির বিকাশ যেন সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করলাম। হুযুরের দৃষ্টি আমার দিকে ছিল। আমি যেন জীবনের সব কিছু পেয়ে গেছি।

সামীউল্লাহ নামে এক ছাত্র বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। আমি পড়াশোনার সাহায্যের জন্য হুযুরের কাছে কলম চাইলে তিনি আমাকে কলম উপহার দেন। এখন আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন।

সেন্ট লুইস জামাত থেকে সৈয়্যদ জাহীর আহমদ শাহ সাহেব বলেন, আমার কাছে বণনা করার মত ভাষা নেই। আমি যা অনুভব করছি, আমি এই মুহূর্তে যে অবস্থার মধ্যে রয়েছি তা আমার জন্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকৈ এক যুবক এসেছিলেন। তিনি ব লেন, আমি আট মাস পূর্বে আমেরিকা এসেছিলাম। তথ্যপ্রযুক্তির কোর্স করতে এসেছি। আমার প্রবল বাসনা ছিল হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করার। আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই বাসনা পূর্ণ হল।

হায়দ্রাবাদেরই আর এক বন্ধু বলেন, তিনি কম্পিউটার সাইন্সে স্নাতক ডিগ্রি করছেন। তাঁর আরও অনেক বন্ধু হায়দ্রাবাদ জামাতের এখানে পড়াশোনা করে। তার সকলে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে হুযুরকে সালাম পৌঁছে দেন এবং দোয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ ফযল করুন। আপনারা তথ্যপ্রযুক্তি এবং কম্পিউটার সাইন্স-এর মাস্টার ডিগ্রি করতে এখানে এসেছেন। যদিও ভারত এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আর সেখানে শিক্ষার মানও বেশ ভাল।

গত ১ অক্টোবর ২০২২, ইলিনয়ের যায়ন শহরে ফাতহে আযীম(সুমহান বিজয়) মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। এর এক দিন আগে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে হুযুর আনুষ্ঠানিকভাবে এই মসজিদটির উদ্বোধন করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় অধিবাসীসহ ১৪০ জনের অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল ভাষণ, যেখানে তিনি যায়ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর পূর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

হুযুর আকদাস উল্লেখ করেন, শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে ডোই-এর ইসলামের প্রতি ঘৃণার মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যুত্তর "চরম উস্কানি ও বৈরিতার মুখে সংযমের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত" ছিল।তাঁর পুরো ভাষণ জুড়ে হুযুর আকদাস সমাজে ধর্মীয় স্বাধীনতার অসাধারণ

গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মিশন তুলে ধরে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তিনি ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণের জন্য এমন এক সময়ে এসেছিলেন যখন মুসলমানগণ ইসলামের আধ্যাত্মিক শেকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বাণী তুলে ধরতে গিয়ে, হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দাবি করেন যে, মূসায়ী মসীহ্ হযরত ঈসা (আ.)-এর আধ্যাত্মিক পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করবেন। তাই নবী ঈসার মত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) মানবজাতির জন্য সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেন। তার প্রতিটি কথা এবং কর্মের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সকলের মাঝে সৌহার্দ্য সৃষ্টির এক প্রেরণা লালন করা। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে স্মরণ করিয়েছেন যে, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থই 'শান্তি ও নিরাপত্তা'। আর তাঁর আগমনের পর ইসলাম নিজ আধ্যাত্মিক উৎসমূলে প্রত্যাবর্তন করবে এবং একদিন বিশ্বজুড়ে ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।"

হুযূর আকদাস আরও ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে (মুসলমানগণ) যেসকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, তার সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক; আর কখনও একটিবারের জন্যও মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করা হয় নি; কিংবা কারও ওপর কোনো প্রকারের নিষ্ঠুরতা বা অবিচারও করা হয় নি। বরং (হুযূর আকদাস বলেন) যে যুদ্ধেই তারা অংশ নিয়েছেন, তা ছিল সকল ধরনের অমানবিকতা এবং নির্যাতন বন্ধ করার জন্য।"

এরই আলোকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিপূর্ণরূপে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে, হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি একেবারে স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, কোনো ভূমির ওপর বিজয় লাভ করা, কোনো এলাকা দখল করা, কোনো শহরের ওপর বিজয়ী হওয়া বা কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য নয়। আর সেই সকল দেশে যেখানে আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের বিশ্বাস বহুল সংখ্যায় মানুষ গ্রহণ করেছে, সেখানেও আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বা পার্থিব প্রভাব বিস্তারের কোনো আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি নি। আমাদের একমাত্র মিশন এবং আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হল, ভালবাসার মাধ্যমে মানবজাতির হৃদয় জয় করা এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করা যেন তারা তাঁর প্রকৃত উপাসনাকারীতে পরিণত হয় এবং একে অপরের অধিকার রক্ষা করে।"

রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো মর্যাদা লাভ করা যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তা সুনিশ্চিতভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর (আ.) লেখা থেকে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মসীহ্ মাওউদ (আ) লিখেন:

"কোনো দেশের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার দেশ তো সবার চেয়ে পৃথক। কোনো মুকুটের সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার মুকুটতো আমার প্রিয়তম (খোদার) সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"জাগতিক বা পার্থিব ক্ষমতার প্রতি এই যে পরিপূর্ণ বিমুখতা- এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সূচনালগ্ন থেকেই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা কেবল ইসলামের ভালবাসা ও শান্তির বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব; যেমনটি আমরা গত ১৩০ বছর ধরে করে আসছি। কোনো ব্যক্তি বা কোনো ধর্মের সাথে আমাদের কোনো প্রকারের ক্ষোভ, বিবাদ বা শত্রুতা নেই। যারা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় বা তাঁর ধর্মকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তাদের জন্য আমাদের প্রত্যুত্তর কখনও এটা হবে না যে, আমরা অস্ত্র হাতে তুলে নেব বা কোনো ধরনের সহিংসতার আশ্রয় নিব। বরং এর বিপরীতে আমাদের একমাত্র উত্তর হল, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে নত হব। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল দোয়া, আর আমরা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শুনে থাকেন। বস্তুত আমাদের জামা'তের ১৩৩ বছরের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।"

ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের নতুন সম্রাট রাজা চার্লস 'ধর্মের রক্ষক'(Defender of the Faith)-এর পরিবর্তে 'সকল ধর্মের রক্ষক' (Defender of all Faiths)হিসেবে পরিচিত হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা অতীতে ব্যক্ত করেছেন তার প্রশংসা করেন।

রাজা চার্লস-এর শব্দচয়নের এই পরিবর্তনকে কার্যত 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করে এর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে গণমাধ্যমে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যদিও ধর্মীয় সৌহার্দ্যকে লালন করার এমন প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ 'বৃথা' অথবা 'কল্পনাপ্রবণ চিন্তা'আখ্যায়িত করতে পারেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সকল ধর্মের সুরক্ষা এবং প্রকৃত অর্থেই ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মাঝেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা নিহিত রয়েছে।"

বিশ্ব-শান্তি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করে সে প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১-৪২ আয়াতে একটি "অসাধারণ ও কালজয়ী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা সার্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেন:"পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করে বলে, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে অবিচার পরিচালনা করা হচ্ছে তার শক্তিশালী জবাব না দেওয়া হয়, তবে কোনো গির্জা, ইহুদি উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ বা অন্যান্য উপাসনালয় নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং পবিত্র কুরআন সেই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা কেবলমাত্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসারী মানুষের পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাই প্রদান করে না, বরং আরও অগ্রসর হয়ে মসজিদে ইবাদতকারী মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করে। এটা সেই ঐশী গ্রন্থ যা সকল ধর্ম, বিশ্বাস এবং মত ও পথের নিরাপত্তা প্রদানকারী ও রক্ষক।"

হুযূর আকদাস আরও অগ্রসর হয়ে যায়ন সিটির বিষয়ে আলোচনা করেন যে, কীভাবে এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা জন আলেকজান্ডার ডোই ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন। ইসলাম এবং এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তার অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) সরাসরি তার উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও মি. ডোই-এর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা কেন ব্যবহার করলেন?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ) একটিবারের জন্যও কোনো প্রকারের সহিংস কিংবা চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানান নি। বস্তুত যখন তিনি প্রথমবারের মতো ইসলাম এবং এর প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর বিরুদ্ধে মি. ডোই-এর বিষাক্ত উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হন তখন প্রথমে তিনি তার সাথে সম্মানজনকভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তাকে সংযত হতে এবং মুসলমানদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।"কিন্তু মি. ডোই মুসলমানদের প্রতি তার তীব্র কটুক্তি জারি রাখেন এবং তাদের নির্মূল করার জন্য (খোদার কাছে) প্রার্থনা করেন।

হুযূর আকদাস মি. ডোই-কে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেন:

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ইসলাম যেন এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে শীঘ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হে ঈশ্বর! আমার প্রার্থনা কবুল কর, হে ঈশ্বর! ইসলামকে ধ্বংস কর।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"তিনি [ডোই] লিখেন যে, যদি মুসলমানগণ খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বন না করে, তবে তারা মৃত্যু এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। এরূপ কট্টর ভাষা এবং কটুক্তির প্রত্যুত্তরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, হাজার হাজার এমনকি লক্ষ-কোটি নিরীহ মানুষের যেন ক্ষতি না হয়, যা মি. ডোই-এর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হলে সংঘটিত হতো। সুতরাং তিনি মি. ডোই-কে দোয়ার এক লড়াইয়ের দিকে আহ্বান করলেন। তিনি (আ.) বললেন, মৃত্যু এবং ধ্বংসের আহ্বান জানানোর পরিবর্তে, তিনি এবং মি. ডোই যেন নিবেদিত চিত্তে

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

দোয়ায় নিমগ্ন হন এবং খোদা তা'লার কাছে এই প্রার্থনা করেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যে যিনি মিথ্যাবাদী, তিনি যেন অপর পক্ষের জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সহানুভূতির একটি আচরণ এবং উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে প্রশমিত করার এক মাধ্যম। মুসলমান এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে সর্বশক্তি নিয়ে মুখোমুখি সংঘাতের ঝুঁকি এড়িয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই দাবি করেছিলেন যে, তিনি এবং মি. ডোই-এর উচিৎ হবে দোয়াতে মনোনিবেশ করা এবং বিষয়টিকে খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দেওয়া। সত্য নির্ধারণের জন্য এটি ছিল একটি ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ পন্থা। এমনটি বলা মোটেই বাহুল্য হবে না যে, এটি ছিল প্রবল প্ররোচনা ও বৈরিতার মুখে সংযমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত।"

ডোই-এর কাছে যখন এই চ্যালেঞ্জের সংবাদ পৌঁছে, তখন তিনি তাঁর পূর্বের আচরণ থেকে বিরত হন নি। বরং তার নিজ ঘৃণাপূর্ণ পদ্ধতিতে তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে 'মশা-মাছি'র সাথে তুলনা করেন, যাদের ওপর তিনি পা ফেললে সেগুলো 'পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করবে'।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তাঁর চ্যালেঞ্জ পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র এটি ব্যাপক প্রচারণা লাভ করে। সাংবাদিকগণ প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে, মি. ডোই-এর নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে তার সুউচ্চ মর্যাদা, তার ধনসম্পদ ও ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে, ভারতবর্ষের এক সুদূর পল্লীতে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কেই পিছিয়ে রাখেন; পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতায় মি. ডোই-এর সাথে যার কোনো তুলনাই চলে না। উপরন্তু, শারীরিকভাবেও মি. ডোই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর চেয়ে বয়সে কম এবং তুলনামূলকভাবে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বস্তুগত সকল ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনও বিন্দুমাত্র দ্বিধা প্রকাশ করেন নি, কখনও এক কদম পিছনে যান নি অথবা এই চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করেন নি।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"পার্থিব ও সকল হিসাব-নিকাশের বিরুদ্ধে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই তাঁর সপক্ষে ফলাফল প্রকাশিত হল। একের পর এক, ডোই তার সমর্থনকারী লোকজন, সম্পদ, শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমের ভাষায় তিনি এক 'করুণ পরিণতি'-র মুখোমুখি হলেন। বস্টন হেরাল্ড পত্রিকার একটি বিখ্যাত শিরোনাম ঘোষণা করল, 'মহান সেই মির্যা গোলাম আহমদ, (প্রতিশ্রুত) মসীহ্' ('Great is Mirza Ghulam Ahmad, The Messiah')| সংক্ষেপে বলা যায়, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কখনও কারও ওপর বলপূর্বক তাঁর মতামত বা মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি। আর মি. ডোই বা ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের ঘৃণা-বিদ্বেষের উত্তরও তিনি কখনও বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেওয়ার কথা ভাবেন নি। আহমদী মুসলমানদের জন্য, এই ঘটনাটি আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার সত্যতার একটি নিদর্শন। আর তাই, এদিক থেকে আমাদের ইতিহাসে যায়ন সিটির এক বিশেষ তাৎপর্যবহ স্থান রয়েছে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণের শেষাংশে বলেন:

"আজ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুসারীরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, সত্যিকারের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে আমরা আজ যায়ন শহরে ফাতহে আযীম মসজিদ (মহান বিজয়ের মসজিদ) উদ্বোধন করার সৌভাগ্য লাভ করছি। এর দরজাগুলো এই আলোকিত বাণীর সাথে উন্মোচিত হচ্ছে যে, সকল মানুষের এবং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার এবং শান্তিপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস চিরদিনের জন্য সুরক্ষিত এবং সম্মানিত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য হল, মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে পরিচালিত করা এবং নিশ্চিত করা যে, সকল মানুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের সাথে এবং প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশে মিলেমিশে বসবাস করে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন:

"আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি এই প্রার্থনা করি যে, এই মসজিদ যেন, খোদা করুন, সর্বদা শান্তি, সহিষ্ণুতা এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য ভালবাসার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। আমি দোয়া করি, এটি যেন এমন এক স্থানে পরিণত হয় যেখানে মানুষ বিনীতভাবে তাদের স্রষ্টাকে চেনার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর সামনে মাথা নত করতে এবং মানবজাতির অধিকার রক্ষা করতে সমবেত হবে। কেননা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমরা কেবল তখনই সফল এবং সমৃদ্ধশালী হতে পারব যখন আমরা খোদা তা'লার ইবাদতের অধিকার এবং মানবজাতির অধিকার সঠিকভাবে আদায় করব।"

মূল ভাষণের পূর্বে, বেশ কয়েকজন অতিথি মঞ্চে এসে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন।

যায়নের মেয়র জনাব বিলি ম্যাককিনি বলেন:

"যায়ন সিটিতে ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হিজ হোলিনেস আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ-কে স্বাগত জানাতে পেরে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত বোধ করছি। আমরা সত্যিই সম্মানিত যে, আপনি আজ এই সন্ধ্যায় যায়নে আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করে এসেছেন। এই সম্প্রদায় (আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়) এমন এক সম্প্রদায় যা ইসলামের নবী মুহাম্মদ-এর অনুসারী, যিনি খ্রিষ্টানদের সাথে এক চুক্তি করেছিলেন, যেখানে তিনি খ্রিষ্টানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদের গির্জাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য সহযোগিতা করবেন এমনকি সেই গির্জাগুলোকে কোনো প্রকার হুমকির মুখে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। এটি হল সেই বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য যা এখানে যায়ন সিটিতে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ধারণ করে। তাঁর আশিসমণ্ডিত দিকনির্দেশনায়, এই সম্প্রদায় শান্তি, ন্যায়বিচার, সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানবতার সেবায় পয়গাম নিয়ে সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষের নিকট পৌঁছেছে।"

হুযুর আকদাসকে শহরের চাবি প্রদান করে, জনাব বিলি ম্যাককিনি বলেন:

"যায়ন সিটির জন্য আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের অসাধারণ সেবা এবং শহরটির উত্তরোত্তর উন্নতি ও এর নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে আপনাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমরা যায়ন শহরের চাবি হুযুর আকদাসের হাতে তুলে দিচ্ছি।" পরবর্তীতে হুযুর আকদাস এজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন:

"আমাকে শহরের চাবি প্রদানের জন্য আমি মেয়রের কাছে কৃতজ্ঞ, আর আমি নিশ্চিত যে, এখন এই শহরের চাবিটি নিরাপদ হাতে রয়েছে।"

ইলিনয় রাজ্য আইনসভার সদস্য, রিপ্রেজেন্টেটিভ জয়েস মেসন বলেন:

"হিজ হোলিনেস শান্তির স্বপক্ষে একজন নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, লেখনী ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে ধারাবাহিকভাবে মানবতার সেবা, সার্বজনীন মানবাধিকার এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারপূর্ণ এক সমাজের আহমদীয়া মুসলিম মূল্যবোধসমূহ তুলে ধরেছেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বিশ্বজুড়ে আইন প্রণেতা এবং অন্যান্য নেতৃবর্গের সঙ্গে কথা বলেছেন। হিজ হোলিনেস নারী অধিকারের একজন বড় প্রবক্তা। এই সম্প্রদায়ের নারী সদস্যাগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র এবং সম্প্রদায়ের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই মসজিদটির নির্মাণ তারই জীবন্ত প্রমাণ। এই মসজিদ নির্মাণের ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক অর্থ আহমদী মুসলমান নারীগণ দান করেছেন। এটি কতইনা অসাধারণ! যায়ন সিটির জন্য এটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, এমন একটি শান্তিপ্রিয় এবং সেবামুখী সম্প্রদায় এখানে বসবাসের এবং এত সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা যে, এই মসজিদ যেন আশার এক আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়; কেবল এই শহরের জন্যই নয়, বরং এর আশেপাশের সকল শহরের জন্য।"

ফাতহে আযীম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ইলিনয় রাজ্য আইন সভার ৬১তম ডিস্ট্রিক্ট-এর পক্ষ থেকে অনারেবল জয়েস মেসন আনুষ্ঠানিক সম্মাননা পত্র প্রদান করেন। অনারেবল জয়েস মেসন বলেন:

"নতুন মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আমি এই (আহমদীয়া মুসলিম) সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়ে একটি হাউস রেজোলিউশন প্রস্তাব করছি, আর আমি এই আনন্দঘন দিনে এই অসাধারণ সম্প্রদায়ের খুশিতে অংশীদার হতে পেরে কৃতজ্ঞ।"মার্কিন কংগ্রেসম্যান রাজা কৃষ্ণমূর্তি (ডেমোক্র্যাট-ইলিনয়) কংগ্রেশনাল রেকর্ড হতে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পেশ করেন যেখানে 'ফাতহে আযীম' মসজিদের উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মাইলফলককে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে হুযুর আকদাসের সফরকে সম্মানিত করা হয়েছে।জনাব রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেন:

"(হুযুরের) আগমনে আমি এতটাই উল্লসিত যে, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল রেকর্ডে এই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি স্মারক অন্তর্ভুক্ত করেছি অর্থাৎ আজকের এই আনন্দঘন উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করে রাখতে। এটি ইতিহাসে অক্ষুণ্ন থাকবে। আপনার জীবনে যত

অসাধারণ মানুষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে তাদের বেশকিছু আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে পাবেন। তারা হাসপাতাল ও স্কুল প্রতিষ্ঠায়, রক্তদান কর্মসূচীতে, অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজেদেরকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন। হুযূর! আপনি অত্যন্ত অভিভূত হবেন যে, এই মানুষগুলো সেই মূল্যবোধসমূহ, যার প্রচার আপনি করে থাকেন এবং যার কথা আপনি প্রতিদিন বলে থাকেন, হুবহু সেগুলোকে তাদের নিজেদের জীবনে ধারণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, আমেরিকা এবং বিশ্বজুড়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি হল সম্প্রদায়, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় যারা নিজেদেরকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করে রেখেছে।"

টাফ্ট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ল্যান্টোস ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইট্স এ্যান্ড জাস্টিস-এর প্রেসিডেন্ট ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট বলেন:

"যেসকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আমি মুখোমুখি হয়েছি তাদের মধ্যে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি অবহিত নই যারা এত পরিপূর্ণভাবে তাদের দাবিকৃত শিক্ষাকে কার্যে পরিণত করে, যারা সেই সকল উচ্চ মূল্যবোধ এবং গভীর নীতিসমূহ, যা তাদের জীবনের একেবারে মূল ভিত্তি, তদনুযায়ী জীবনযাপন করতে প্রতিদিন গভীরভাবে সংগ্রাম করে। আর আমি মনে করি, আজ আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি, তারা জানি, হ্যাঁ! অবশ্যই সেই স্পৃহা খোদার নিকট হতে আসে, কিন্তু এর পাশাপাশি সত্যিকার অর্থেই এটি আপনাদের এই অসাধারণ সম্মানিত নেতার নিকট হতেও উৎসারিত হয়। আর আজ আমি আপনাদের মাঝে এখানে উপস্থিত হতে পেরে অত্যন্ত সৌভাগ্যমণ্ডিত, অত্যন্ত সম্মানিত, অত্যন্ত অনুপ্রাণিত এবং অত্যন্ত আশিসমণ্ডিত বোধ করছি।"

দোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট বলেন:

"প্রথমে আপনি হয়তো বলে উঠবেন, আচ্ছা, সত্যিই কি এমনটিই ঘটেছিল? হ্যাঁ! সত্যিই এমনটিই ঘটেছিল। আর একটা বিষয় এই ঘটনা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পেয়েছি তা এই যে, মানুষের হাতে বিভিন্ন ডিভাইস এবং সেল ফোন এবং কম্পিউটার আসার বহু পূর্বের এক যুগে, দোয়ার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা ভাইরাল হয়েছিল। প্রকৃত অর্থেই এটি পৃথিবীতে বিশেষ আলোচিত একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। এই অসাধারণ সুন্দর মসজিদটি, যা আজ এই সপ্তাহান্তে উদ্বোধন হচ্ছে, তার নামকরণ করা হয়েছে 'ফাতহে আযীম' মসজিদ, যার অর্থ হল মহান বিজয়, কেননা দোয়ার এই লড়াইয়ে আহমদীদেরই বিজয় হয়েছিল। হ্যাঁ! আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা-ই বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আমার মনে হয় আমাদেরকে বলতে হবে, বিজয় হয়েছিল মানবতারও; কেননা এটি ছিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা আর ঐসব গুণাবলীর যেগুলো আজ আমরা এই অসাধারণ সম্প্রদায়ের মাঝে প্রোথিত দেখতে পাই।"

আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির পূর্বে হুযূর আকদাস গণমাধ্যম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কয়েকটি সভায় মিলিত হন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছেযে, আজ সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের ডালাসে বায়তুল ইকরাম (সম্মানের গৃহ) মসজিদের উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বপ্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। জুমুআর খুতবায় হুযূর আকদাস মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

খুতবার শুরুতে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আজ আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে আপনাদের মসজিদ উদ্বোধনের সৌভাগ্য দান করছেন। যদিও মসজিদটির নির্মাণ কিছু সময় পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে, তবে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আজ হচ্ছে। এখানে প্রাথমিকভাবে মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি হলঘর নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু এখন আপনারা একে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদে রূপান্তর করেছেন। এখন আপনাদের কাছে একটি সুন্দর মসজিদ রয়েছে এবং ধারণ ক্ষমতার দিক থেকে, অনেক জায়গা এখানে রয়েছে।"

যারা মসজিদ নির্মাণের কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য দোয়া করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা এই মসজিদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আল্লাহ্ এর অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন। আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন বলে প্রতীয়মান। আপনারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই বাক্যে বর্ণিত কল্যাণরাজি লাভ করুন যেখানে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে এর অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করবেন।" যারা মসজিদ নির্মাণ করেন তাদের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়ে তা সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্য মসজিদের কাঠামো নির্মাণের সাথে শেষ হয়ে যায় না বরং কারও পক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কেবল তখনই লাভ করা সম্ভব যখন আমরা তাঁর আদেশাবলী অনুসরণ করে চলি, তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায় করি, আর তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করি। আমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তখন লাভ করতে পারি যখন আমরা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পার্থিবতার ওপর আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য দিই, আর যখন আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার [আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দীক্ষা গ্রহণের সময়ে কৃত অঙ্গীকার] পূরণ করি।"

ডালাস, টেক্সাসে আগমণ হুযূর আকদাস ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রবিবার, ২ অক্টোবর ২০২২ অপরাহ্নের শেষভাগে অবতরণ করেন। হুযূর আকদাস সরাসরি ডালাসের বায়তুল ইকরাম মসজিদে গমন করেন। নতুন মসজিদে উপস্থিত হতেই, তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে নিজেদের মাঝে পেয়ে উচ্ছ্বসিত শত শত আহমদী মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু হুযূর আকদাসকে স্বাগত জানান।

ফলক উন্মোচন এবং বৃক্ষ রোপন

সোমবার, ৩ অক্টোবর

হুযূর আকদাস মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ফলক উন্মোচন করেন। ভালবাসা ও উৎসাহের নিদর্শনস্বরূপ হুযূর আকদাস স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের আয়োজিত একটি বারবিকিউ আয়োজনেও যোগদান করেন।

মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর

হুযূর আকদাস মসজিদ কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন এবং মসজিদের বাইরে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন।

ওয়াকেফাতে নও (মেয়েদের) ক্লাস

বুধবার, ৫ অক্টোবর

হুযূর আকদাস ১২ বছর বা তার ওপরের বয়সী ওয়াকফে নওদের সাথে একটি সভায় মিলিত হন যেখানে উপস্থিত ওয়াকেফাতে নওরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, সূফিবাদ এবং এর বিভিন্ন অনুশীলনের কোনো কল্যাণ রয়েছে কিনা?

উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.)-এর সময়ে কোনো সূফিবাদ ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনের (সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফা) সময়ও কোনো সূফি ছিল না। এর [সূফিবাদ] সূচনা কয়েক শতাব্দি পরে। আর যখন এর সূচনা হওয়ার কারণ হল, সে সময় আর আধ্যাত্মিক খেলাফত ছিল না; বরং তা পার্থিব খেলাফতে পরিণত হয়েছিল। আর সেই সময়ের খলীফাগণ পার্থিব অর্জনের পেছনে ছুটেছিলেন। তার জামা'তের মাধ্যমে নির্বাচিত ছিলেন না; বরং উত্তরাধিকারসূত্রে খেলাফত লাভ করেছিলেন। সুতরাং এ কারণেই সেই সময়ে একদল লোক দণ্ডায়মান হন যারা বলেন, 'আমরাই আধ্যাত্মিকতাপ্রাপ্ত মানুষ আর আমরা মানুষদের জানাচ্ছি, তোমাদের ধর্মের প্রকৃত প্রেরণা কী আর তোমাদের প্রার্থনার প্রেরণা কী আর কীভাবে তোমাদের ইবাদত করা উচিৎ, কীভাবে আল্লাহ্র সামনে নত হওয়া উচিৎ, কীভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশাবলীর অনুশীলন করা উচিৎ।'

তারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রদান করতে শুরু করেন। আর এভাবেই এসব কিছুর সূচনা হয়।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন:

"কিন্তু এখন মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর কোনো সূফির অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। আমার স্মরণ আছে, একবার আমি আমার খুতবায় পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছিলাম যেখানে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি'। একজন আরব ব্যক্তি যিনি কিছুদিন পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন, 'আমি

সূফিবাদের অনুসারী ছিলাম। আর এখন আপনার খুতবা শোনার পর, আমি বলতে পারি যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর চেয়ে বড় আর কোনো সূফি নেই। যেভাবে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 8 Dec, 2022 Issue No. 49

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যে প্রধান বিষয়টি নিয়ে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হল এর পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষা।

জনৈক ইহুদী বলেছিল, 'আপনাদের শরীয়তে একটি বিষয় দেখে আমি অভিভূত হই, জীবনের কোন অংশ এমন নেই যে বিষয়ে এটি আলোকপাত করে নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হুজরাতের ২ নং আয়াত رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন–

কুফফারদের এই মনোবাসনা সম্পর্কে তফসীরকারকরা বিতর্ক করেছেন যে তারা কখন মুসলমান হওয়ার বাসনা করেছে? কিছু তফসীর কারক বাধ্য হয়ে বলেছেন, তারা সেই সময় এই বাসনা করবে, যখন মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। কিছু তফসীরকারক কিয়ামতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলেছে, তারা সেই সময় বলবে, 'আমরা যদি মুসলমান হতাম! কিছু তফসীরকারক এটিকে ইসলামের উন্নতিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যখনই উন্নতি হবে তারা এই বাসনা করবে।

এই অর্থগুলিও সঠিক, কেউ এর উপর আপত্তি করতে পারবে না। কেননা শত্রুতা যখন অকারণে হয়, যেমন আরবের কাফেররা আঁ হযরত(সা.)–এর প্রতি শত্রুতার করত। কাজেই শত্রুর উন্নতি দেখে মানুষের প্রায়ই এমন মনে হয় যে, 'আমি যদি তার শত্রুতা না করলেই ভাল ছিল, আজ উপকারই পেতাম। আঁ হযরত (সা.)–এর শত্রুতা কেবল বিদ্বেষের কারণে ছিল। আর আঁ হযরত (সা.)–এর অসাধারণ উন্নতি দেখে তাদের সেই বিদ্বেষের সুযোগটুকুই হাত ছাড়া হয়েছে। এই কারণে বার বার তাদের মাথায় নিশ্চয় এই ধারণা তৈরী হয়েছে যে তারা যদি মুসলমান হত

অনুরূপভাবে যখন তারা বদরের প্রান্তরে নিহত হচ্ছিল, তখন তাদের মন নিশ্চয় চাইছিল যদি তারা মুসলমান হত।

মোটকথা ইসলামের বিজয়সমূহ শত্রুদের মনে হয়তো এই বাসনার জন্ম দিয়েছিল যে যদি তারাও সঙ্গে থাকত! 'মুনাফিক'–দের উক্তি কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদেরও হয়তো এই একই অবস্থা হত। এটি স্বাভাবিক বিষয়, কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

আমার মতে এগুলি ছাড়াও আয়াতটির আরও অর্থ আছে। তফসীরকারকগণ সাধারণত বাহ্যিক সৌন্দর্য, বাগ্মিতা, রচনার উৎকর্ষ এবং মোজেজার বিষয়ে আলোচনা করে, কুরআন করীমের শিক্ষার সৌন্দর্য নিয়ে খুব শব্দ খরচ করে। আমার মতে যে প্রধান বিষয়টি নিয়ে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হল এর পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষা। এদিকেই 'তিলকা আয়াতুল কিতাব' আয়াতটি ইঙ্গিত করেছে। আর আয়াতে শিক্ষার এই সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের শিক্ষামালার সৌন্দর্য অবলোকন করে কাফেররা মাঝে মাঝে বলে ওঠে এবং বলে উঠবে, 'আমরাও যদি মুসলমান হতাম, আর এটা সব সময় হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

হযরত উমর (রা.) কে একজন ইহুদী বলেছিল, কুরআন মজীদে একটি আয়াত আছে, যদি সেটি আমাদের ধর্মগ্রন্থে অবতীর্ণ হত তবে আমরা সেদিন ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, 'সেটি কোন আয়াত?' সেই ইহুদী উত্তর দিল, 'আল ইয়াওমু আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম' আয়াতটি। হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, 'সেই দিনটি আমাদের জন্য দুটি ঈদের সমাবেশ ছিল। অর্থাৎ জুমার দিন তথা আরাফার দিন আয়াতটি নাযেল হয়েছিল। অনুরূপভাবে জনৈক ইহুদী বলেছিল, 'আপনাদের শরীয়তে একটি বিষয় দেখে আমি অভিভূত হই, জীবনের কোন অংশ এমন নেই যে বিষয়ে এটি আলোকপাত করে নি। এটিই সেই বাসনা হয়তো যা হাজার হাজার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা দু–একজনের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে আর কুরআন করীম বলেছে, 'এই যুগেও তালাক, মদ, উত্তরাধিকার বণ্টন এবং আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে জগতবাসী ঈর্ষা করছে। যখন একজন ইউরোপবাসীর মনে এই বাসনার উদ্রেক হয় যে তাদের সমাজেও তালাকের আইন তৈরী হওয়া উচিত, তখন তারা যেন মুসলমান হওয়ার সুপ্ত বাসনাকেই ব্যক্ত করছে। অনুরূপভাবে একজন আমেরিকান বাসীর মনেও এই ইচ্ছে জাগে যে তাদের ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ভিন্ন বাক্যে তারা رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ আয়াতের সত্যায়ন করছে। সম্প্রতি ভারতের রাজ্যসভার এক হিন্দু সদস্য বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আইনি খসড়া পেশ করেছিলেন। তিনি নিজের ভাষণের সময় বলেন, আমি বড়ই আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখছি যে, যেভাবে ইসলাম বিবাহ সংক্রান্ত আইন তৈরী করে মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করেছে, আমাদের ধর্মে অনুরূপ কোন আইন-ই নেই।

আয়াতেও রুবামা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একাধিক বার বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তারা সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করার কথা চিন্তা করবে না ঠিকই, কিন্তু ভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মনে এই বাসনার উদ্রেক হবে যে, যদি এটি তাদের ধর্মে থাকত!

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৫)

****

১১ পাতার পর....

তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, এখন আর কোনো সূফির প্রয়োজন নেই। আর এখন খেলাফতও সঠিক পথপ্রাপ্ত। সুতরাং, যতদিন এটি এমন থাকবে ততদিন কোনো সূফিবাদের কোন প্রয়োজন নেই।'

সুতরাং এটির অতীতে প্রয়োজন ছিল, বর্তমানে নয়।"

ওয়াকফীনে নও–এর ক্লাস

এই সভার পর, ১২ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী ওয়াকফে নওরাও হুযূর আকদাসের সাথে এক আসরে বসার সম্মান লাভ করে। ওয়াকফে নওদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, মানুষ যখন নবীনদেরক তাদের ধর্মবিশ্বাসের কারণে বিদ্রুপ করে তখন তাদের কীভাবে নিজেদের পরিচয় বজায় রাখা উচিৎ? উত্তরে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) নবীনদেরকে উৎসাহিত করেন এবং বলেন:

"আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় গড়ে তোল। যখন তুমি জানো যে, তুমি সঠিক পথে আছ, তখন অন্য মানুষের বিদ্রুপের কোনো পরোয়া কর না। যারা তোমাকে বিদ্রুপ করে তাদেরকে তোমার বলা উচিৎ, তুমি সঠিক পথে আছ, আর তাদেরও বরং উচিৎ নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো। সুতরাং, যখন আমরা সঠিক পথে আছি আর আমাদের দাবি এই যে, আমরা পুরো পৃথিবীকে শান্তি ও ভালবাসা দিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে জয় করব, তখন আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কী আছে? লোকে কী বলল তা নিয়ে কেন তুমি চিন্তিত হবে?"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, যুগ–খলীফার জন্য তার কীভাবে দোয়া করা উচিৎ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "তোমার দোয়া করা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন যুগ–খলীফাকে তার দায়িত্বসমূহ পালনে সাহায্য করেন, যেন তাঁর কাঁধে অর্পিত দায়িত্বের গুরুভার যথাযথভাবে আদায় হয়। দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শক্তি এবং স্বাস্থ্য দান করেন, যেন তিনি ইসলাম এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য অর্জনে যথাযথভাবে কাজ করতে পারেন, আর যুগ–খলীফার মনে যে পরিকল্পনাই থাকুক না কেন, তা যেন আল্লাহ্‌র সহায়তায় সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে এবং সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন হয়।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir